তারিখ- ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

অন্ধ্র প্রদেশে সমন্বয় প্রয়োজন

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

ইউপিএ সরকারের মেয়াদ যত ফুরিয়ে আসছে ততই তাদের ক্ষমতার অলিন্দে জোর কমছে। ইউপিএ চাইছে "আমার প্রস্থানের পরে ভরাডুবি" অবস্থা হোক। এদের আমলের গোড়ার দিকে প্রাতিষ্ঠানিক অধঃপতন, আর্থিক উন্নতির গতি হ্রাস, দুর্নীতির কারণে সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতায় টান ধরে।

তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বিবাদের জেরে এখন ইউপিএ সরকার তো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। দলেরই মধ্যে বিবদমান দুই গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ক্ষমতা নেই নেতৃত্বের। বিনা গন্ডগোলে সংসদের অধিবেশন এখন বিরল ঘটনা। যে গোলমাল চলছে তা প্রধান বিরোধী দলের জন্য নয়, ইউপিএ-র সদস্যদের জন্যই হচ্ছে। সরকার, বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অচল হয়ে পড়েছে। এই সমস্যা সমাধানে তারা কোনও উদ্যোগই নিচ্ছে না।

আজ, এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি, বৃহত্তর ঐকমত্য পৌঁছনোর চেষ্টা করা যায়। যে সব ইস্যুতে জট পাকিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, সীমান্ধ্রের রাজধানী, সীমান্ধ্রের জন্য পৃথক হাই কোর্ট গঠন, আলাদা রাজ্য হলে রাজস্ব ক্ষতি পূরণ, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা। এসব সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। ঝাড়খণ্ড, উত্তরাঞ্চল ও ছত্তিসগড় এই তিন রাজ্য ঘোষণার সময় এনডিএ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যার আপস মীমাংসা করেছিল। সংসদ অচল করে দেওয়া ও বৃহস্পতিবার অধিবেশন কক্ষের মধ্যে কুৎসিত ঘটনার পিছনে অবশ্যই ইউপিএ-র প্ররোচনা রয়েছে। সভার কাজে বাধা দেওয়ার সময় সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন ইউপিএ-র। সীমান্ধ্র ও তেলেঙ্গানা অঞ্চলের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দূর করে সদ্ভাব বজায় রাখার কোন প্রয়াস নেওয়া হয়নি। সমন্বয় আনার জন্য সরকার কোনও ফোরাম গঠন করেনি। সংসদেও দুই অঞ্চলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়নি। এই ফলে ভারতীয় গণতন্ত্রের আরও দুর্নাম হচ্ছে। সংসদে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের প্রবণতা বেড়ে চলেছে এবং সেই আবর্ত থেকে রাজনৈতিক নেতাদের কুৎসিত ভাবমূর্তি ফুটে উঠছে। তেলেঙ্গানা ও সীমান্ধ্র এই দুই অঞ্চলের মানুষ মনে করেন তাঁরা অবিচারের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। ইউপিএ

সীমান্ধ্র এই দুই অঞ্চলের মানুষ মনে করেন তাঁরা অবিচারের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। ইউপিএ সরকারও রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির বোধবুদ্ধি থেকে ছুটি নিয়েছে। এমনকী আজও এখনও খুব বেশি বিলম্ব হয়নি, সংসদ অথবা সংসদের বাইরে মঞ্চ গঠন করে প্রীতিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তেলেঙ্গানা গড়া ও সীমান্ধ্র অঞ্চলের মানুষের সঙ্গত সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা দরকার।